প্রথম আলো

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

গাজীপুর প্রতিনিধি | আপডেট: ০২:২৩, ডিসেম্বর ০৮, ২০১৫ | প্রিন্ট সংস্করণ

গাজীপুরে অবস্থিত ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছাত্র ওঠানোকে কেন্দ্র করে গতকাল সোমবার বিকেলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষে সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। ওই ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থীদের সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম দুই দিন আগে কুদরাত-এ-খুদা হলে রুহুল আমিন নামের এক ছাত্রকে থাকার ব্যবস্থা করেন। বিষয়টি জানতে পেরে ছাত্রলীগের সভাপতি নাসির উদ্দিন ও তাঁর সমর্থকেরা গতকাল বেলা তিনটার দিকে ওই ছাত্রকে হলের ওই কক্ষ থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ খবর পেয়ে রেজাউল করিম ও তাঁর সমর্থকেরা বাধা দেন। এ সময় দুই পক্ষের সংঘর্ষ বেঁধে যায়।

ছাত্রলীগের সংঘর্ষের খবর পেয়ে জয়দেবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের ধাওয়া দেয়। পুলিশের ধাওয়া খেয়ে ছাত্রলীগের উভয় পক্ষ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

ওই সংঘর্ষের ঘটনায় উভয় পক্ষের কমপক্ষে ১০ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চঞ্চল কুমার, দেবজিৎ চন্দ্র, রাকিব হোসেন, জুয়েল বিশ্বাস, সফিকুর রহমান, সোলায়মান এবং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস (ইইই) বিভাগের মাসুদ রানা ও গিয়াস উদ্দিনকে স্থানীয় বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

ছাত্রলীগের সভাপতি নাসির উদ্দিন বলেন, ‘সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম ছাত্রশিবিরের এক কর্মীকে

হলে উঠিয়ে দেন। এ নিয়ে আমার কয়েক সহপাঠী ওই হলে গিয়ে কথা বলার একপর্যায়ে সাধারণ সম্পাদকের কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা করেন।'

তবে সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম বলেন, 'ইইই বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রুহুল আমিন ছাত্রশিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। ভুয়া অজুহাত তুলে আমার কর্মীদের ওপর রড-লাঠি ও দেশীয় অস্ত্রে হামলা চালানো হয়েছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ আলাউদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, সংঘর্ষের ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্রদের আজ (গতকাল) সন্ধ্যা ছয়টা ও ছাত্রীদের মঙ্গলবার (আজ) সকাল আটটার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।